পাপের প্রতি বিশ্বাসীর মনোভাব

প্রথম যোহন ১ অধ্যায় ৮ পদ থেকে ২ অধ্যায় ২ পদ

আজকের পৃথিবীতে এমন অনেক বিশ্বাসীকে দেখা যায়, যারা পাপকে খুবই হালকাভাবে নেয়। তারা বিশ্বাস করে যে, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের দূর্বলতা ও ব্যর্থতা জানেন, সেইহেতু তিনি আমাদের বিভিন্ন পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। *"**ঈশ্বর জ্যোতি, তাঁতে অন্ধকারের লেশমাত্র নেই**"* (১ যোহন ১:৫), শাস্ত্রের এই সত্য শিক্ষাকে তারা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে না। এইভাবে, পাপের গুরুত্বকে অস্বীকার করার ফলস্বরূপ, তারা তাদের জীবনে পাপকে পাপ বলে স্বীকারও করে না, পাপ তাদের জীবনে স্বতঃস্ফুর্ত আচরণে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ, তাদের মনোভাবকে সোজা কথায় এইভাবে বর্ণনা করা যায়, *"কোনও ব্যাপার নয়! এতে কিচ্ছু আসে যায় না!"* তারা কি সত্যি বিশ্বাসী?

কিন্তু একথা কেবল আজকের দিনের জন্য নয়। নতুন নিয়মের মণ্ডলীর প্রথম যুগে যোহনের সময়ও অনেক ভ্রান্তশিক্ষক এই একই কথা বলেছে। যোহন যে সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষকদের কথা এই পত্রে উল্লেখ করেছে, তারা সত্যের বিপরীতে কয়েকটি দাবি করেছিল। কিন্তু যোহন তাদের সেই সমস্ত দাবীর প্রতিটি খণ্ডন করেছে। তারা দাবী করেছে: ***(১) ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সহভাগিতা আছে*** (৬ পদ); ***(২) তাদের কোনও পাপ নেই*** (৮ পদ); ***(৩) তারা কোনও পাপ করেনি*** (১০ পদ)। ভ্রান্তশিক্ষকদের এই ৩টি দাবি প্রকৃতপক্ষে একটা বিষয়ই বলে: **পাপ আমার কিছুই করতে পারে না**। ভ্রান্তশিক্ষকদের এই মিথ্যা দাবির পাশাপাশি যোহন প্রকৃত সত্যকেও পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছে। এরদ্বারা, মিথ্যা শিক্ষা ও সত্য শিক্ষার মধ্যে সুন্দর তুলনা করা হয়েছে:

৬। আমরা যদি বলি যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে, আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যা বলি, সত্য আচরণ করি না।

৭। কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমন জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহ-ভাগিতা আছে, এবং তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে।

৮। আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নেই, তবে নিজেরা নিজেদের ভুলাই, এবং সত্য আমাদের হৃদয়ে নেই।

৯। যদি আমরা নিজেদের পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সমস্ত মোচন করবেন, এবং আমাদের সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি করবেন।

১০। আমরা যদি বলি যে, আমরা পাপ করিনি, তবে তাঁকে মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁর বাক্য আমাদের অন্তরে নেই।

২:১। আর যদি কেউ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীস্ট।

৬ পদে যোহন উল্লেখ করেছে যে, এই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষক ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা দাবি করলেও অন্ধকারে চলে, তথা পাপ করে। ৮ পদে তাদের আরও একটি দাবীর কথা বলা হয়েছে, এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তারা বলেছে, 'তাদের পাপ নেই, তারা নিষ্পাপ'। তাই, যীশু খ্রীস্টের রক্তের দ্বারা তাদের শুচি হবার কোনও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, যোহন যে সমস্ত আচরণকে পাপ বলছে, সেই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষক তাকে পাপ বলে মানতে রাজী নয়।

যোহনের কাছে একথা খুবই স্পষ্ঠ যে তারা পাপী। তাই যোহনের কাছে সেই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষক নিজেদের পাপকে অস্বীকার করার দ্বারা নিজেদের ঠকাচ্ছে, এবং সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তাদের মধ্যে সত্য নেই। এর অর্থ তারা যে কেবল মিথ্যা কথা বলছে, তা নয়, কিন্তু এর অর্থ, যে ঈশ্বরের সঙ্গে তারা তাদের সহভাগিতা দাবি করেছে, সেই সত্য ঈশ্বরে তাদের কোনও অংশ নেই। তাদের এমন আচরণের বিপরীতে যে শিক্ষা আমরা এখানে লাভ করছি, তা হল, **আমরা যদি নিজেদের পাপী বলে স্বীকার করি, তাহলে সত্য আমাদের মধ্যে আছে।** এর অর্থ, বাস্তবকে ছল করে বা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাওয়া নয়, কিন্তু সেই বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া; আর তা যখন আমরা করি, অর্থাৎ নিজেদের পাপকে অস্বীকার করার পরিবর্তে আমরা স্বীকার করি, তখন তা থেকে আমরা শুচি হই এবং সেই পাপ আর আমাদের বিরুদ্ধে থাকে না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পাপকে এড়িয়ে যাই, তবে সেই পাপ অস্বীকৃত থাকে এবং তার ফলস্বরূপ তা থেকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ক্ষমা পাওয়া সম্ভব নয়।

এখন, এইভাবে নিজের পাপকে অস্বীকার করার প্রলোভন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়ের কাছেই উপস্থিত হয়। যোহনের বিপক্ষদের মধ্যে এমন লোকেরা আছে, যাদের যোহন খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে মানতে রাজি ছিল না (২:১৯); যারা নিজেদের পাপকে অস্বীকার করার দ্বারা খ্রীস্টের ক্ষমা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে, এবং খ্রীস্টের রক্ষা করার ক্ষমতা থেকেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে। তাই, যোহন আশঙ্কা করছে যে, মণ্ডলীর অন্য বিশ্বাসীরাও তাদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে নিজেদের নিষ্পাপ বলে দাবি করে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

৮ পদে ভ্রান্তশিক্ষকদের ভ্রান্ত দাবির কথা বলার পর, ৯ পদে যোহন ৭ পদের অনুসরণে পাপের প্রতি বিশ্বাসীদের সত্য আচরণকে তথা মনোভাবকে তুলে ধরেছে: নিজেদের নিষ্পাপ বলে দাবি করার পরিবর্তে, ***আমাদের উচিৎ নিজেদের সমস্ত পাপ স্বীকার করা***। আর তা যদি আমরা করি, ***তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, তিনি আমাদের পাপ সকল মোচন করবেন***। পাপ স্বীকার করার অর্থ কেবল এই কথা বলা নয় যে, "**আমরা পাপী।**" কিন্তু পাপ স্বীকার করার অর্থ, সেই সমস্ত পাপকে নাম ধরে ধরে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত করা ও তাঁর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা। তা যদি আমরা করি, আমরা সেই সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা লাভ ও শুচি হবার বিষয় নিশ্চিত হতে পারি; কারণ ঈশ্বর বিশ্বস্ত ও ধার্মিক। ঈশ্বর বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হওয়ার কারণে, আমরা যে সমস্ত পাপ তাঁর কাছে স্বীকার করি, তিনি তা ক্ষমা করে থাকেন। তিনি আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, ***"কে তোমার তুল্য ঈশ্বর? অপরাধ ক্ষমাকারী, ও নিজের অধিকারের অবশিষ্টাংশের অধর্মের প্রতি উপেক্ষাকারী! তিনি চিরকাল ক্রোধ রাখেন না, কারণ তিনি দয়ায় প্রীত। তিনি ফিরে আমাদের প্রতি করুণা করবেন; তিনি আমাদের সমস্ত অপরাধ পয়ের নিচে দলবেন; হ্যাঁ, তুমি নিজের লোকদের সমস্ত পাপ সমুদ্রের গভীর জলে নিক্ষেপ করবে। তুমি যাকোবের জন্য সেই সত্য, ও অব্রাহামের জন্য সেই দয়া সাধন করবে, যা পূর্বকাল থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলে"*** (মীখা ৭:১৮-২০)। তাই, তাঁর সন্তান, বিশ্বাসী আমরা যখন তাঁর কাছে আমাদের সমস্ত পাপ স্বীকার করি ও ক্ষমা ভিক্ষা করি, তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আমাদের সেই সমস্ত পাপ মোচন করেন ও সেই অধার্মিকতা থেকে শুচি করেন।

১০ পদে, যোহন তৃতীয়বার তার বিপক্ষদের দাবিকে নির্দেশ করেছে। তাদের বিবৃতিকে যোহন এইভাবে লিখেছে, ***"আমরা পাপ করি নাই।"*** এর আগে ৮ পদে তাদের দাবিকে যোহন লিখেছিল, ***"আমাদের পাপ নেই"।*** তাদের এই দাবি যে সম্পূর্ণ সত্য-বিরুদ্ধ, তা উপলব্ধি করে, যোহন তাদের দাবিকে দু-বার উল্লেখ করেছে। এমন সত্য-বিরুদ্ধ দাবি যারা করে, তার দ্বারা তারা যে কেবল ***নিজেদের ঠকায়*** (৮ পদ), তা নয়; কিন্তু ***ঈশ্বরকেও মিথ্যাবাদী করে*** (১০ পদ)। কারণ, রোমীয় ৩:২৩ পদে পৌলের কথা (***সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছে***), কোনও বিচ্ছিন্ন উক্তি নয়, কিন্তু সমগ্র বাইবেলের সার, যা পাপের বিশ্বজনীনতার কথাই বলে। কিন্তু কেবল তা-ই নয়, শাস্ত্র আরও বলে যে, আমাদের ঈশ্বরের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হল, তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করে থাকেন। কিন্তু, আমাদের যদি কোনও পাপই না থাকত, তাহলে ঈশ্বরের এই বৈশিষ্ট্যের কোনও অর্থই থাকত না। তাই, যারা নিজেদের পাপকে অস্বীকার করে, তারা সেই কাজের দ্বারা যে মারাত্মক পাপ করে, তা হল, তারা ঈশ্বরকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে।

যোহন উপলব্ধি করেছিল যে, ১ যোহন ১:৯ পদকে ভিত্তি করে দুর্বল বিশ্বাসীরা ভুল যুক্তিকে খাঁড়া করতে পারে। তারা এমন কথা বলতে পারে, আমি যেহেতু ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসে ক্ষমা চাইতে পারি, সেই কারণে আমি পাপ করে থাকি। বা সহজ কথায় আমি আমার জীবনে পাপকে তেমন গুরুত্ব দিই না, কারণ যে কোনও সময় ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসে ক্ষমা চাইবার সুযোগ আমার আছে। যোহন তা উপলব্ধি করেছিল, তাই সে স্পষ্ঠ করে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে, যে ঈশ্বর তাঁর কোন্ বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের পাপ ক্ষমা করে থাকেন: **বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা**। বিশ্বাসী আমরা যখন ঈশ্বরের এই দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করি, তখন আমরা কখনও পাপ করাকে

প্রশ্রয় দিতে পারি না। কারণ, তাঁর বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতাকে রক্ষা করে আমাদের পাপের ক্ষমা করতে, ঈশ্বরকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে: নিজের একমাত্র পুত্রকে পর্যন্ত বলি দিতে হয়েছে। তা যদি আমরা উপলব্ধি করি, তাহলে কি আমরা পাপ করাকে আমাদের জীবনে প্রশ্রয় দিতে পারি? তাই, পরবর্তী অংশে যোহন তার পাঠকদের পাপ করতে নিষেধ করেছে।

এতদূর পর্যন্ত, যোহন মূলতঃ তার বিপক্ষদের মিথ্যা দাবির কথাই উল্লেখ করেছে, যেগুলির দ্বারা মণ্ডলীর অন্য বিশ্বাসীরা বিপথে পরিচালিত হতে পারত। কিন্তু ২:১ পদে, যোহন তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রতি নজর দিয়েছে এবং তাদের কাছে একটি আবেদন রেখেছে। তাদেরকে ***"বৎসেরা/শিশুরা"*** বলে সম্বোধন করে, যোহন তাদের প্রতি তার স্নেহপূর্ণ চিন্তাকে নির্দেশ করেছে। এতদূর পর্যন্ত যোহন যে কথার উপর জোর দিয়েছে, তা হল, খ্রীস্টবিশ্বাসীরা পাপমুক্ত নয়। এখন, এই কথাকে ভিত্তি করে, অনেকে একে পাপ করার ছাড়পত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, তা যোহন উপলব্ধি করেছিল। কারণ, পাপ যদি বিশ্বাসীদেরও বৈশিষ্ট্য হয় এবং পাপের ক্ষমা লাভ যদি বিনামূল্যে সম্ভব হয়, তাহলে পাঠকদের মধ্যে অনেকে রোমীয় ৬:১ পদের ন্যায় চিন্তা করতেই পারে, ***"অনুগ্রহের বাহুল্য যেন হয়, এই জন্য পাপে থাকব!"*** তাই, যোহন উপলব্ধি করেছিল যে, পাঠকরা যেন তাকে ভুল না বোঝে। সেই কারণে, যোহন পরিষ্কারভাবে তার উদ্দেশ্যর কথা উল্লেখ করেছে: ***"তোমরা যেন পাপ না কর"***। অর্থাৎ, যোহনের উদ্দেশ্য হল, তার পাঠকরা যেন একদিকে, তাদের পাপ স্বীকার করে ও ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায়, এবং অন্যদিকে, পাপ থেকে দূরবর্তী জীবন-যাপনে সচেষ্ট হয়।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যোহন তৃতীয়বারের জন্য পাপক্ষমার বিষয় পুনরায় উল্লেখ করেছে: যারা পাপ করার পর তা স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করে, তাদের প্রতিকারের একটি উপায় আছে; আর তা হল, ***"পিতার কাছে আমাদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য একজন আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীস্ট।"*** এই পদে পক্ষসমর্থনকারীর জন্য যে গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল παράκλητον *(advocate)*। এখানে, পরিষ্কারভাবে আদালতে "পক্ষসমর্থনকারী" বা "উকীল" হিসাবে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পিতা ঈশ্বরের সামনে এমন মধ্যস্থতাকারীর কাজের কথা আমরা পুরাতন নিয়মে দেখতে পাই। পৌলও যীশুর বিষয় বলতে গিয়ে, স্বর্গারোহণের পর ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হয়ে আমাদের পক্ষে অনুরোধ করার কথা বলেছে (রোমীয় ৮:৩৪)। কেবল যীশু নয়, পৌল পবিত্র আত্মার কথা বলতে গিয়েও, আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করতে আত্মা অবক্তব্য আর্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করার কথা বলেছে (রোমীয় ৮:২৬)। যোহন এখানে সেই কথাই বলেছে। আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাইবার কোনও যোগ্যতা যদিও আমাদের নেই, কিন্তু আমাদের উকীল হিসাবে যীশু আমাদের পক্ষে অনুরোধ করে থাকেন। যোহন সেই যীশুকে ***"ধার্মিক যীশু খ্রীস্ট"*** হিসাবে তুলে ধরেছে। যীশু তাঁর নিজের পাপের কারণে দুঃখ ও মৃত্যু ভোগ করেননি; তিনি যেহেতু পাপের দ্বারা কলুষিত নন, কেবল তিনিই পারেন আমাদের পাপের জন্য পিতার কাছে অনুরোধ করতে। কারণ, পিতার সামনে তাঁর নিজের ধার্মিকতা পেশ করে, তিনি আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারেন।

কিন্তু আমাদের উকীল কাকে ভিত্তি করে আমাদের পক্ষে সওয়াল করেন? তার উত্তর দিতে গিয়ে ২:২ পদে যোহন যীশুকে ***"আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত"*** বলেছে। এই কথা বলতে গিয়ে যে গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (ἱλασμός), বিভিন্ন জাগতিক লেখনীতে তার অর্থ, *"অসন্তুষ্ট ব্যক্তিকে শমিত করা" (propitiation)*। কিন্তু বাইবেলে এই গ্রীক শব্দের অর্থ, *"পাপকে নিষ্ক্রিয় বা বাতিল করার উপায়" (expiation)*। তাই *NIV* বাইবেলে এই শব্দের অনুবাদ *atoning sacrifice* (প্রায়শ্চিত্ত বলি) করা হয়েছে; যার দ্বারা **পাপের জন্য** উৎসর্গীকৃত (প্রায়শ্চিত্ত) এবং **ঈশ্বরের কাছে** উৎসর্গীকৃত (বলি)-দুটি দিককে নির্দেশ করা হয়েছে। *NEB* বাইবেল অনুবাদে, একে '*remedy for the defilement of our sins*' "আমাদের পাপের কলুষতার প্রতিকার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ***"প্রায়শ্চিত্ত বলি"*** হল অবশ্যই যীশুর মৃত্যু। কারণ ১:৭ পদে, এর

আগেই এই উক্তির সমান্তরাল উক্তি হিসাবে *"যীশুর রক্তকে"* নির্দেশ করা হয়েছে।

এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, যীশু একাধারে আমাদের পক্ষসমর্থনকারী **উকীল** ও আমাদের পাপের জন্য উৎসর্গীকৃত **প্রায়শ্চিত্ত বলি**। পাপীদের পক্ষে তিনি যে সওয়াল করেন, তা তিনি তাদের জন্য নিজে সাধন করেছেন, এমন কাজকে ভিত্তি করে করেন। এর দ্বারা তিনি তাদের পক্ষে ধার্মিক উকীল হিসাবে কাজ করে চলেছেন। যোহন আরও উল্লেখ করেছে যে, যীশু খ্রীস্টের দ্বারা সাধিত এই প্রায়শ্চিত্ত বলির ফলপ্রসূতা কেবল যোহনের এই লেখার পাঠক বিশ্বাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর বিশ্বাসী সন্তানদের প্রতি প্রযোজ্য, যাদেরকে যোহন *'বৎস'* বলে সম্মোধন করতে পারে। এর থেকে পরিষ্কার যে, নিজের পাপ থেকে যারা ক্ষমা পেতে চায়, তাদের প্রত্যেককে এই প্রায়শ্চিত্ত বলির আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, যীশু খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত বলির উৎকর্ষতা ব্যতীত আমাদের পাপের ক্ষমা, তথা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা অসম্ভব।

পাপের প্রতি বিশ্বাসী আমাদের মনোভাব কী? আমরা কি আমাদের জীবন আলোতে যাপন করছি? সেই আলো যখন আমাদের জীবনের বিভিন্ন পাপ দেখিয়ে দেয়, তখন কি আমরা সেই সমস্ত পাপকে ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করি ও ক্ষমা ভিক্ষা করি? খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত বলিকে স্মরণ করে আমরা কি সেই সমস্ত পাপ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি? খ্রীস্টবিশ্বাস কেবল কয়েকটি সত্যের প্রতি সম্মতি নয়; কিন্তু সেই সমস্ত সত্যকে অনুসরণ করে প্রত্যহ জীবন-যাপন, যা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে তাঁর সঙ্গে সুসম্পর্কের জীবন, তথা তাঁর সঙ্গে সহভাগিতার দ্বারা সাধিত হয়।

প্রার্থনা কাকে বলে?
'যাচ্ঞা কর, দেওয়া যাবে' এ কথার অর্থ কী?
আমি কীভাবে প্রার্থনা করব?
ঈশ্বর কি সব সময় প্রার্থনার উত্তর দেন?
ঈশ্বর কীভাবে প্রার্থনার উত্তর দেন?
প্রার্থনার বাধাসমূহ কী কী?
কে প্রার্থনা করতে পারে?
এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে
পাঠ করুন,

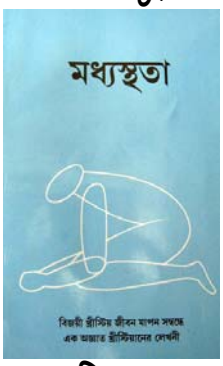

এক অজ্ঞাত খ্রীস্টিয়ানের লেখা

মধ্যস্থতা

(The Kneeling Christian)

মূল্য:-
প্রতি কপি মাত্র ২৫ টাকা

যোগাযোগ করুন-
গ্রেস কমিউনিটি সেন্টার
বি-৩৬ নন্দন কানন, কলকাতা ৭৫
দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫